দৈনিক বাংলা

তারিখ 08 MAR 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

58

43

ঢাকা ভার্সিটি শিক্ষক সমিতির রিপোর্ট

দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে সন্ত্রাস দমন করতে হবে

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেক্ষাপটে সন্ত্রাসের কারণ চিহ্নিত করা এবং তা নিরসনের পদ্ধতি ও দায়দায়িত্ব সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি গঠিত কমিটির রিপোর্ট কয়েকদিন আগে সমিতি ছেপে বের করেছে। কমিটি সন্ত্রাস নিরসনের লক্ষ্যে ৪ দফা সুপারিশ করেছে।

কমিটির ১৪ পৃষ্ঠাব্যাপী মুদ্রিত রিপোর্টে বলা হয় : গত ২০ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রাণ হারিয়েছে ৪৪ জনের মত। ক্লাস বন্ধ ছিল ৪৫১ দিন। বছরে কোন একটি মাস শান্তিতে ও সন্ত্রাসমুক্ত অবস্থায় কেটেছে এমনটি খুঁজে পাওয়া মুশকিল। গত ১৭ মার্চ '৯২ তারিখে অনুষ্ঠিত শিক্ষক সমিতির জরুরী সাধারণ সভায় পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়। ১২টি বৈঠক ও বিভিন্ন সূত্রের প্রাপ্ত ভাবনা-চিন্তা সমন্বিত করে এ রিপোর্ট প্রণীত হয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়, সরকার, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হলে শিক্ষাঙ্গনে তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমানো যাবে। কমিটির ১২ দফা সুপারিশমালা হচ্ছে :

প্রথম দফা : সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তোলা, সন্ত্রাসকে একটি জাতীয় সমস্যা হিসাবে গণ্য করে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সমাধানের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তোলার জন্য সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে। পূর্বশর্ত হিসাবে দলীয় বিবেচনার উর্ধ্বে উঠে অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাসীদের দমনের ব্যাপারে নিরপেক্ষতা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করে সরকারকে জনগণের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে হবে। সকল রাজনৈতিক দলকেও আন্তরিকতার সঙ্গে সরকারের উদ্যোগে সাড়া দিতে হবে।

(৮-এর পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে সন্ত্রাস দমন করতে হবে

দ্বিতীয় দফা : অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, সারাদেশ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অস্ত্র উদ্ধারের দায়িত্ব সরকারের। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে সে কাজ করা সম্ভবপর নয়। তবে অস্ত্র উদ্ধার প্রক্রিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে আন্তরিকতার সঙ্গে সাহায্য করতে হবে। নিরপেক্ষভাবে ও আন্তরিকতার সঙ্গে পুলিশকে তল্লাশি করতে হবে। ক্যাম্পাসের সব সন্ত্রাসী ঘটনা, হত্যাকাণ্ড পুলিশ ও গোয়েন্দা বাহিনী দিয়ে তদন্ত করানো উচিত এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও বিচার হওয়া উচিত।

তৃতীয় দফা : বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দায়িত্ব : সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সব সময় পুলিশ কেস করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তদন্ত ও প্রাপ্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রাতিষ্ঠানিক শাস্তি প্রদান করতে হবে। ১৯৮৭-৯২ সাল পর্যন্ত গঠিত সব তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ ও প্রতিটির অনুলিপি শিক্ষক সমিতিকে দিতে হবে। প্রক্টর অফিসকে জোরদার করতে হবে, প্রক্টরিয়াল নিয়ম-কানুন কালোপযোগী করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য প্রথমে হলের ওপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা দরকার। এ ক্ষেত্রে সুপারিশ—হল সম্পর্কে বিধিবদ্ধ নিয়মাবলীর প্রয়োগ, প্রয়োজনে নিয়ম সংশোধন, হলের প্রাধ্যক্ষ ও আবাসিক শিক্ষক নিয়োগের নীতিমালা গ্রহণ ও কার্যকর করা, বিভিন্ন হলের সিট কেন্দ্রীয়ভাবে বন্টন করা, হলে বর্তমান অবস্থার একটি occupancy list তৈরি করা, অননুমোদিত বাসিন্দাদের সম্পর্কে নীতিমালার কঠোর প্রয়োগ।

সব উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র এখনো সরাসরি শিক্ষাদাতাকে সমীহ করে। এই মূল্যবোধ ঠিকমত ব্যবহার করতে পারলে সুফল আসবে। হল ও বিভাগের মধ্যে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরির বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার।

হলের সিট ভাড়া ও ছাত্র বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করা দরকার। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অবশ্যই ছাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে নিতে হবে।

আরো হল নির্মাণ করতে হবে। নীলক্ষেত এলাকায় হল নির্মাণ যুক্তিযুক্ত না হলে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস যাতায়াত করে সেখানে নানা মূল্যমানের ডরমিটরি নির্মাণের চিন্তা করা যেতে পারে।

সেশনজট ও সন্ত্রাসের মধ্যে কার্যকারণগত সম্পর্ক বিদ্যমান। সেশনজট দূর করার জন্যে জরুরী কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। ৯১ ও ৯২ সালের অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা গ্রহণ, একাডেমিক ক্যালেন্ডার তৈরি, পরীক্ষার তারিখ না পেছানো, নির্দিষ্ট হাজিরা না থাকলে পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি না প্রদান, কোর্স নির্ধারিত সময়ে শেষ করা, টিউটরিয়াল ইনকোর্স পরীক্ষা যথাসময়ে নেয়া, সাবসিডিয়ারী দুই বিষয়ে ফেল করলে তৃতীয় বর্ষে প্রমোশন কোনক্রমেই দেয়া যাবে না।

প্রকৌশল দফতর পুনর্গঠন, এক শ্রেণীর অসাধু কর্মচারী, ঠিকাদারগোষ্ঠী ও সন্ত্রাসীদের মধ্যে অশুভ আঁতাত রয়েছে। এটি ভাঙতে পারলে সন্ত্রাসী ঘটনা বহুলাংশে কমে যাবে।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে অননুমোদিত বস্তি ও দোকানপাট উচ্ছেদ করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চারপাশে দেয়াল ও কয়েকটি সুনিয়ন্ত্রিত গেট নির্মাণের উপযোগিতা আলোচনা করা যেতে পারে।

নিরপেক্ষ প্রশাসন : দলীয় গোষ্ঠীগত ও ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করলে সন্ত্রাসীরা হতোদ্যম হবে। সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলির অন্যায় চাপ প্রতিহত করার মানসিকতা থাকলেও সন্ত্রাসীরা নিরুৎসাহিত হবে।

চতুর্থ সুপারিশ : শক্তিশালী দলে আশ্রয়প্রাপ্ত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে ইতস্তত করতে হয়। পুলিশকেও অনেক দিক বিবেচনা করতে হয়। রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রতি সুপারিশ : বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিয়ম ভঙ্গকারী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে চাইলে সহযোগিতা করা, শাস্তিপ্রাপ্তদের সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা, মেধাবী ও নিয়মনিষ্ঠ ছাত্রদের সংগঠনের নেতৃত্বে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ এবং উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র-কর্মীদের প্রতি কঠোর মনোভাব গ্রহণ।

কমিটির সদস্যরা ছিলেন এস এম এ ফায়েজ (তদানীন্তন সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি), সাঈদ-উর রহমান (তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি), কে এ এম সা'দউদ্দিন (সমাজবিজ্ঞান বিভাগ), মোহাম্মদ মসিহুজ্জামান (রসায়ন বিভাগ) এবং মনসুর মুসা (আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট)।